দৈনিক জনকণ্ঠ

৪২

তারিখ ... AUG. 27.1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ড. আলী আসগরের শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা

'শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা' ড. আলী আসগর-এর প্রবন্ধগ্রন্থ। পেশায় তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন— দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাসসহ বিস্তীর্ণ অঙ্গনে রয়েছে তাঁর অভাবনীয় বিচরণ— যা আলোচ্য গ্রন্থটির বারোটি প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকাকেও একটি প্রবন্ধ বলা বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হবে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিতে ড. আসগর এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।

গ্রামের একজন কৃষক, জেলে, তাঁতি, শ্রমিক কিংবা স্বল্প বেতভুক চাকরিজীবী তাদের সন্তানদের একটি গভীর উন্নয়ন প্রত্যাশা নিয়ে স্কুলে পাঠায়। এই প্রতিজ্ঞাই অনুরণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। শিক্ষা মানুষকে বদলে দিতে পারে এবং সমাজকেও। ফলে আমাদের উন্নয়ন প্রত্যাশা ও অস্তিত্বের ভিত্তি শিক্ষা— এমন একটি প্রতীতি নিয়েই এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো রচিত। গ্রন্থটির সবচেয়ে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ হলো, 'শিক্ষা দর্শন ও আমাদের শিক্ষা কাঠামো'— যেখানে তত্ত্ব এসেছে বাস্তবতার নিরিখে— তত্ত্ব সৃষ্টির জন্য নয়। এখানে প্রবন্ধকার যেমন দার্শনিক রুশো এবং ব্রিটিশ গণিতবেত্তা আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড-এর শিক্ষা দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি আলোচনা করেছেন সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টোটল-এর শিক্ষা দর্শন নিয়েও। প্রবন্ধকার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা দর্শনকে ভাববাদ (Idealism), বাস্তববাদ (Realism), অভিজ্ঞতাবাদ (Pragmatism), অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমাদের শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে প্রবন্ধকারের দর্শন সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, 'আমাদের শিক্ষা কাঠামো হতে হবে সজীব, সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন এবং সেটা সম্ভব হতে পারে যথার্থ শিক্ষা দর্শনের সৃজনশীল বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের আলোকে।' সর্বোপরি গ্রন্থকার আমাদের শিক্ষা, দর্শন ও শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে পেশ করেছেন এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি যেখানে শিক্ষা হবে কালিক চেতনায় সমৃদ্ধ; উদ্ভাবনশীল, আন্তর্জাতিভাবে উপলব্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত।

'উন্নয়নের জন্য শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, এখন থেকে এক শ' বছর আগেও সামাজিক উন্নয়নের উপাদানরূপে শিক্ষা গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষা ছিল সম্মানজনক অবকাশ যাপনের মাধ্যম। অর্থনীতিবিদদের উপস্থাপিত শিক্ষা বিভাজনের সাথে গ্রন্থকার দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, কোন শিক্ষাই বিশুদ্ধ উৎপাদনের শিক্ষা নয় এবং কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ ভোগের শিক্ষা নয়। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যেও আনন্দ ও সত্যানুসন্ধান আছে যার উৎস উদ্ভাবন ও সমস্যার সমাধান এবং মানুষের প্রয়োজন মিটানো। শিক্ষা যে নিছক সৌখিনতা নয়, জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজন— এসব বিচিত্র প্রসঙ্গ 'উন্নয়নের জন্য শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে।

'শিক্ষার জৈব ভিত্তি' প্রবন্ধটিতে লেখক মানুষ সম্পর্কে এক চমৎকার অথচ Biological তত্ত্ব দিয়েছেন। মানুষের নিজেকে বদলাবার অর্থাৎ, শিক্ষা লাভের ক্ষমতা আছে। খ্রিষ্টপূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিষ্টোটল মানুষের জৈব ভিত্তি সম্পর্কে যে অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়েছেন, লেখক তার সমালোচনা করেছেন যৌক্তিক আবহে। আর এর সঙ্গে যাঁরা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে যে আলোর উদ্ভাস নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের কথা সবিস্তারে লিখেছেন।

'মানব শিশু ঃ শিক্ষা লাভের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যার জন্ম' প্রবন্ধটিতে অসহায়, নমনীয় কিন্তু বিপুল সম্ভাবনাময় মানব শিশুর আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেখানে তার বিশাল মস্তিষ্ককে একটি অলেখা সাদা পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানব শিশুর শিক্ষা লাভের বিস্ময়কর দিক হলো, চিন্তার স্বাধীনতা যা নিয়ন্ত্রণ করে নিয়োকর্টেক্স— এ বৈজ্ঞানিক সত্যটিও বাদ পড়েনি গ্রন্থকারের সচেতন আলোচনা থেকে। মানব শিশুর শিক্ষা লাভের ও বিকশিত হবার জায়গা যে আকাশের মতো বিস্তীর্ণ তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে জানা যায়।

'শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কে লেখকের যুগোপযোগী দর্শন সত্যিই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগের নিমিত্তে গবেষণার দাবি রাখে। প্রবন্ধটিকে তথ্যভিত্তিক করার জন্য লেখক ইতিহাসের দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেছেন। যেখানে আমরা দেখতে পাই, মধ্যযুগে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতো খ্রিস্টান ধর্ম ও জীবনবিমুখ দর্শন দ্বারা। প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশও প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে— যা অনস্বীকার্যও ছিল। লেখকের ভাষায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এর যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল, তা ছিল আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু মিলিটারি জান্তা ক্ষমতায় এসে যে পশ্চাদমুখী পরিবর্তন এনেছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসার পরও তা রয়ে গেছে বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে।

'বিজ্ঞান শিক্ষা' প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মাণে একটি দিকনির্দেশনা, যেখানে স্থান পেয়েছে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত বিষয়াবলীও। লেখক কেবল সিলেবাস দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, সাথে সাথে তা শেখার পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদানের ব্যাপকতা লেখক দেখিয়েছেন, 'জীবনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান' প্রবন্ধটিতে। বিজ্ঞান যে কেবল আমাদের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয় তা নয়, বিজ্ঞান মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করে, তার স্বাধীন-সচেতন সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে। আসলে বিজ্ঞান নিজেই এক মহৎ সংস্কৃতি— এ উক্তির দ্বারা লেখক আমাদের বস্তুগত ও অবস্তুগত উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে বিস্তারিত আবহে অবধারণ করেছেন। আমরা জানি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। আসলে স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কি রকম হলে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে তারই একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা' প্রবন্ধে।

'বিশ্ববিদ্যালয় গোলযোগের কেন্দ্র নয়— ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যও' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের অনেক সংশয়, অভিযোগ এবং সেইসঙ্গে প্রত্যাশার চিত্র। 'প্রসঙ্গ ঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে লেখক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা, শিক্ষা পদ্ধতি ও দায়িত্ব কি হবে তার একটি বাস্তবসম্মত ও সমকালীন পর্যালোচনা করেছেন। 'সেশনজট ঃ যান্ত্রিক উপমার আলোকে' প্রবন্ধে গ্রন্থকার অত্যন্ত সাম্প্রতিক এবং বহুল আলোচিত বিষয় 'সেশনজট' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে সেশনজটের ভয়াবহতা যা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন— 'রাস্তায় যানজট' এ যান্ত্রিক উপমার মাধ্যমে। সেশনজটের মতো একটি জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে পথও বলে দিয়েছেন।

'পরীক্ষা ব্যবস্থা' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ। লেখক আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে তাত্ত্বিক মত পেশ করেছেন— যার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সর্বোপরি বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি তাঁর লেখায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পী সমর মজুমদারের আঁকা প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন। প্রুফ সংশোধনে আরও যত্নবান হয়ে গ্রন্থটিকে নির্ভুল করা যেত। এমন একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গ্রন্থকে কেন নিম্নমানের কাগজে ছাপা হলো তা বোধগম্য নয়। ১৫২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির মূল্য মাত্র এক শ' বিশ টাকা। প্রথম প্রকাশকাল নবেম্বর ১৯৯৭। গ্রন্থটির প্রকাশক আগামী প্রকাশনী।

এম. আর তাহের